দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মোদের এই ফেল করাতেই আনন্দ

ওবায়েদ উল হক

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ফলাফল পর্যালোচনা করে জানা গেল যে, নবম শ্রেণীর এক ছাত্র ফার্সী বিষয়ে এক শ' দশ মার্ক পেয়েছে। শিক্ষকেরা সবে থ। মোট মার্ক এক শ' যার এই ছেলে কি না তা ছাড়িয়ে পেয়েছে এক শ' দশ? এ কেমন করামতি?
হেড মাস্টার ফার্সী শিক্ষককে জরুরী তলব করলেন। ফার্সী শিক্ষক সেলাম আলেকুম বলে হাজির হলেন। হেড মাস্টার বল্লেন, একি মৌলবী সাহেব? আপনি একটি ছেলেকে মোট মার্ক অপেক্ষা দশ মার্ক বেশি দিলেন কিভাবে? এটা কেমন অঙ্ক?
ফার্সী শিক্ষক মৃদু হেসে বল্লেন, এই ছেলেটা সকল প্রশ্নের এমন চমৎকার উত্তর লিখেছে যে আমি খুশি হয়ে তাকে দশ বেশি দিয়েছি। খুশিছে দশ জেয়াদা দেদিয়া।

হেড মাস্টার ঃ আপনি এতো খুশি হলেন যে নিয়মকানুন সব ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন!
ফার্সী শিক্ষক ঃ জি হ্যাঁ। তা না হলে ছেলেটার অসাধারণত্ব সম্পর্কে কোন ধারণাই করা যেতো না। তাকে সবাই চিনেছে। এখন আপনি বাড়তি দশ মার্ক কেটে ফেলতে পারেন।
অতি উৎসাহের ফলে সব কাজেই কিছুটা বাড়াবাড়ি হতেই পারে। যেমন কাউকে ডেকে আনতে বলা হলে তাকে বেঁধে নিয়ে আসা হয়। পাঁচকড়ি নামের কোন এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার আদেশ ছিল। অতি উৎসাহী পুলিশ তিনকড়ি ও দু'কড়ি নামের দু'জনকে গ্রেফতার করেছিল। আরও শুনেছি, নির্বাচনের সময়ে কোন কেন্দ্রে মোট ভোটারের চেয়ে বেশি ভোট দেয়া হয়েছে। খুশির চোটে বেশি নম্বর দেয়ার মতোই। এতে নির্বাচনের মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। বরং অভোটারদের মধ্যেও ভোটের অধিকার সচেতনতা দেখা দেয়। খুবই উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণ। এটাকেই তো ব্যালট বিপ্লব বলা হয়! এ দেশে নাকি গণতন্ত্র এখনও শেকড় গাড়েনি। আসলে গণতন্ত্রের চারা গাছে হয়তো ডালপালা ঠিকমতো গজাচ্ছে না। কিন্তু তার শেকড় পাতালে পৌঁছে গেছে। তা না হলে নির্ভেজাল ভোটের চেয়ে জাল ও ভেজাল ভোট বেশি হয় কেন? চুরি বা ডাকাতি করে হলেও ভোট চাই-ই।
পরীক্ষার খাতা দেখার সময়ে পরীক্ষকেরা পরীক্ষার্থীদের ফেল করাবার পরিবর্তে পাস করাতে বেশি উৎসাহী হলে জাতি সত্যিই উপকৃত হবে। অথচ এতে কারো কোন রকম ক্ষতি হবার কথা নয়। বরং নকলপ্রবণতা কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বর্তমানে পরীক্ষাগুলোতে ফেল-এর রেকর্ড গড়ার দিকেই সংশ্লিষ্ট সকলের অতিমাত্রায় ঝোঁক দেখা যায়। একেকটি পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ষাট থেকে সত্তর জন পরীক্ষার্থী ফেল করে থাকে। হাজার হাজার পরিবারে হাহাকার ওঠে। গোটা জাতি যেন এক বিশাল বিষাদসিন্ধুতে হাবুডুবু খেতে থাকে। এ যেন এক ধরনের ব্যর্থতার বার্ষিক মহোৎসব। টেস্ট পরীক্ষা যেন অসফলতার যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্যই নেয়া হয়। নতুবা ফাইনালে এমন পাইকারি ফেল কি করে সম্ভব! ফেল করাতেও কি মজা! তাই বছর বছর এমন গণফেলের মহড়া। তাই বোধ হয় বলা হয়েছে, অসাফল্য সাফল্যের স্তম্ভ। বিখ্যাত আমেরিকান সংস্কারক ও বাগ্মী ওয়েনডেল ফিলিপসও বলেছেন ঃ "What is defeat? Nothing but education, nothing but the first step to something better." এ দেশে লাস্ট স্টেপও ফেল।
ফেল কতো প্রকার হতে পারে বোধ হয় তা জানার জন্যই পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তো চলছেই। সাবজেকটিভ, অবজেকটিভ, গ্রেডিং ইত্যাদি সিস্টেম নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের অন্ত নেই। সামনের বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাগুলো কোন্ পদ্ধতিতে নেয়া হবে তা অবশ্যি এই মুহূর্তে কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারবে বলে মনে হয় না। পৃথিবীতে আরও কতো রকমের পরীক্ষা পদ্ধতি থাকতে পারে তা পুরোপুরি জানতে হবে তো। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির মান না হয় যথেষ্ট উন্নত নয়। তাই বলে পরীক্ষা কতো শক্ত হতে পারে তা ছেলেমেয়েদের হাড়ে মজ্জায় টের পাওয়াতে পারবো না? শুধু ছেলেমেয়েদের? পরীক্ষা কাকে বলে মা-বাবা, গার্ডিয়ানদেরও তা টের পাইয়ে দেয়া হয়। স্কুল-কলেজে না হয় রেগুলারলি না গেলো, কিন্তু কোচিং ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পাস করার দুর্মতি হলে তো মার্জনা করা যায় না কিছুতেই। কোচিংয়ের সুযোগও নেবো না, পাসও করবো– এমন মামা বাড়ির আব্দার কে... যে ফেল এড়ানো যায় না তা তো প্রখর দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট।
অভিভাবকেরা এতো অর্থকাতর হলে পরীক্ষায় অনর্থ ঘটা বিচিত্র কি?
জনৈক শিক্ষক ক্লাসের ছাত্রদের বল্লেন এবার তোমাদের আইকিউ টেস্ট করব। আচ্ছা বলতো ঢাকা থেকে খুলনার দূরত্ব যদি তিন শ' মাইল হয়, তবে আমার বয়েস কতো?
সবাই চুপ। একটু পরে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে বল্লোঃ স্যার, আপনার বয়েস ঠিক চল্লিশ বছর।
শিক্ষক হেসে বল্লেন ঃ ঠিক, ঠিক বলে... কিভাবে জানলে বলতো?
ছেলে ঃ খুব সহজ হিসাব স্যার। আমা... বড় ভাই আধাপাগল। তার বয়েস বি... বছর।
জোকটি অনেক পুরনো। কিন্তু আজও বেশ চালু আছে।